গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
রক্ষণাবেক্ষণ অধিশাখা।

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন ১০টি সড়ক জোনের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের পিএমপি (সড়ক মেজর) কর্মসূচির অগ্রাধিকার তালিকা চূড়ান্তকরণ বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম এনালিস্ট/সিনিয়র প্রোগ্রামার
প্রোগ্রামার
সহকারী প্রোগ্রামার
তারিখ 22/08/2019

সভাপতিঃ মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখঃ ১৮ আগস্ট, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
সময়ঃ বেলা ১২.০০ ঘটিকা
স্থানঃ সভাকক্ষ, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
উপস্থিতিঃ পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর সভার বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্য উপসচিব (রক্ষণাবেক্ষণ)কে অনুরোধ করেন। উপসচিব (রক্ষণাবেক্ষণ) সভাকে অবহিত করেন যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন ১০টি সড়ক জোনে পিরিয়ডিক মেইনটেন্যান্স প্রোগ্রামের আওতায় (সড়ক-মেজর) কর্মসূচি বাস্তবায়নের নিমিত্ত ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ৪১১১৩০২-কোডে ১৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। প্রাপ্ত বরাদ্দের প্রেক্ষিতে ৮০০.০০ কোটি টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে ১০টি সড়ক জোন হতে প্রয়োজনীয়তার নিরীখে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কর্মসূচি প্রণয়ন করে এ বিভাগে প্রেরণের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরকে পত্র দেয়া হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ১০টি সড়ক জোন হতে পিএমপি (সড়ক-মেজর) কর্মসূচির প্রস্তাবসমূহ পাওয়া যায়। তিনি সভাকে আরো অবহিত করেন যে, বিগত ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে পিএমপি (সড়ক-মেজর) খাতে ১৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। বিগত ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের ক্যারিওভার ছিল ৯৩৩.৪৬ কোটি টাকা এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ক্যারিওভার হয়েছে ৫৫৬.৩৯ কোটি টাকা। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ১৩৪টি কর্মসূচির মাধ্যমে সারাদেশে ৭১৫.১৬ কিলোমিটার মহাসড়ক মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এ পর্যায়ে চলতি অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত কর্মসূচিসমূহ জোন ভিত্তিক উপস্থাপনের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, রক্ষণাবেক্ষণ, সওজ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়।

২.০ নির্বাহী প্রকৌশলী (রক্ষণাবেক্ষণ) সওজ অধিদপ্তর, সভাকে অবহিত করেন যে প্রাপ্ত বরাদ্দ জাতীয়, আঞ্চলিক, জেলা মহাসড়ক এবং ট্রাফিক ও রোড কন্ডিশনের সার্বিক অবস্থা, ক্ষতিগ্রস্ততার পরিমাণ, সড়ক ব্যবহারের প্রভাব, এইচডিএম রিপোর্ট ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে ৫০% অর্থ জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কের ক্ষেত্রে, ৩০% জেলা মহাসড়কের ক্ষেত্রে এবং ২০% ট্রাফিক ও রোড কন্ডিশনের ক্ষেত্রে ধার্য করে বিভাজন করা হয়েছে। অতঃপর তিনি জোনভিত্তিক কর্মসূচির বিপরীতে প্রাক্কলিত বরাদ্দের পরিমাণ সভায় উপস্থাপন করেন। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত নিম্নোক্ত প্রস্তাব পাওয়া যায়:

ক্রম	সড়ক জোন	প্রস্তাবিত কর্মসূচির সংখ্যা	প্রস্তাবিত কাজের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)	জোন ভিত্তিক বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	ক্যারিওভারসহ বরাদ্দ (কোটি টাকায়)
১	ঢাকা	০৬	৭৪.৬৯	১২৩.৮৭	২০৩.১৯
২	ময়মনসিংহ	০৬	৫৮.৫৪	১০০.৮৭	১৩৯.০৮
৩	চট্টগ্রাম	০৬	১১৩.৪৬	১১৫.১৫	১৮২.৩৪
৪	খুলনা	১০	১০৬.২২	১৫২.৮৪	২৫৪.০১
৫	কুমিল্লা	১০	১০৮.৯০	১২০.৫২	১৭৬.০৭
৬	সিলেট	০৫	৮৫.৪৭	১২৪.৪৩	১৭০.৮০
৭	গোপালগঞ্জ	০৬	৬৭.১৮	১০৫.৫৪	১১৮.১৭
৮	বরিশাল	০৬	৬৬.১২	৯৫.২৮	৯৬.৩৮
৯	রাজশাহী	০৭	১১১.০৮	১৭২.২৪	২৫৭.৮৩
১০	রংপুর	০৬	৭৮.৭২	১৩৪.২১	২০৩.৪১
মোট		**৬৮**	**৮৭০.৩৮**	**১২৪৪.৯৯**	**১৮০১.৩৮**

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠা হতে

৩.০ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রাপ্ত বরাদ্দের আলোকে ১ম পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য ১২৪৪.৯৯ কোটি টাকার প্রাক্কলিত মূল্যে ৬৮টি কর্মসূচির প্রস্তাব করা হয়েছে। ক্যারিওভারসহ প্রাক্কলিত মূল্য ১৮০১.৩৮ কোটি টাকা। ঢাকা সড়ক জোনে ০৬টি, ময়মনসিংহ সড়ক জোনে ০৬টি, চট্টগ্রাম সড়ক জোনে ০৬টি, কুমিল্লা সড়ক জোনে ১০টি, খুলনা সড়ক জোনে ১০টি, সিলেট সড়ক জোনে ০৫টি, গোপালগঞ্জ সড়ক জোনে ০৬টি, বরিশাল সড়ক জোনে ০৬টি, রাজশাহী সড়ক জোনে ০৭টি, রংপুর সড়ক জোনে ০৬টি কর্মসূচির প্রস্তাব করা হয়েছে। এ পর্যায়ে সভাপতি উপস্থাপিত কর্মসূচি এবং প্রাক্কলিত বরাদ্দের বিষয়ে সভায় অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীগণের মতামত আহ্বান করেন। এ প্রেক্ষিতে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা সড়ক জোন উল্লেখ করেন যে, প্রধান প্রকৌশলীর সাথে সংশ্লিষ্ট জোনের সকল কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে সভা করে কর্মসূচির অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। অন্যান্য প্রকৌশলীগণও এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন। তবে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী কুমিল্লা সড়ক জোন বলেন, তার জোনের আওতাধীন প্রায় ৩০০০ কিলোমিটার মহাসড়ক রয়েছে। তন্মধ্যে কুমিল্লা জোন হতে মাননীয় মন্ত্রীগণ, মাননীয় সংসদ সদস্যগণ ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের উপানুষ্ঠানিক পত্রের প্রেক্ষিতে প্রয়োজন অনুযায়ী ২৪৮ কোটি টাকার প্রস্তাব করা হলেও প্রধান প্রকৌশলীর বিভাজন অনুসারে তার প্রস্তাবিত বেশ কয়েকটি কর্মসূচি বাদ পড়েছে। তাই কিছুটা বেশী বরাদ্দ প্রয়োজন মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। এ প্রসংগে প্রধান প্রকৌশলী জানান যে ১০টি সড়ক জোন হতে ২৫৩০.৪৭ কোটি টাকার প্রস্তাব পাওয়া যায়। উক্ত প্রস্তাব, পিএমপি (সড়ক মেজর) খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ, দেশের বিভিন্ন মহাসড়কের ক্ষতিগ্রস্ততা ও প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিবেচনা করে সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনাক্রমে বরাদ্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে।

৪.০. অতঃপর প্রথম পর্যায়ে বাস্তবায়িতব্য ১২৪৪.৯৯ কোটি টাকার কর্মসূচি অনুমোদনের বিষয়ে সভায় সকলে একমত পোষণ করেন। সভাপতি বলেন দ্রুততম সময়ের মধ্যে আলোচ্য কর্মসূচিসমূহ এ বিভাগ হতে অনুমোদন দেয়া হবে। সে প্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংস্কার, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে কোনরূপ সময়ক্ষেপণ না করে আগস্ট ২০১৯ মাসের মধ্যেই দরপত্র আহ্বান কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন। তাছাড়া, দরপত্র আহ্বান পরবর্তি সকল কার্যক্রম যথাসময়ে ও বিধি মোতাবেক সম্পন্ন করার বিষয়ে গুরুত্ব সহকারে তদারকি করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে পরামর্শ প্রদান করেন। অবশিষ্ট কর্মসূচিসমূহ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন সম্পন্ন করার জন্য ২য় পর্যায়ের কর্মসূচিসমূহের কার্যক্রম ০৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে শুরু করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। সাম্প্রতিক বন্যা ও অতিবৃষ্টির কারণে যেসকল মহাসড়ক/ব্রীজ কালভার্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার তালিকা প্রণয়নপূর্বক ক্ষতিগ্রস্ততা অনুযায়ী অতি দ্রুত অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রস্তাব প্রেরণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। বন্যার ক্ষতিগ্রস্ততার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কারের চাহিদা সম্বলিত প্রস্তাব আরো আগে এ বিভাগে আসা সংগত ছিল মর্মে সভাপতি অভিমত রাখেন। এ ছাড়া, সভাপতি সেতু মেজর কর্মসূচির প্রস্তাব সভায় উপস্থাপনের অনুরোধ জানালে প্রধান প্রকৌশলী জানান যে ব্রীজ/কালভার্ট (মেজর) প্রস্তাবসমূহ চূড়ান্তকরণ প্রক্রিয়াধীন আছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে পর্যালোচনাপূর্বক চূড়ান্ত করে প্রস্তাবসমূহ এ বিভাগে প্রেরণ করা হবে মর্মে তিনি জানান।

৫.০. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা সড়ক জোন, রোড মার্কিং/ সাইন সিগন্যাল, ওভারহেড সাইন স্থাপনের জন্য প্রাক্কলনে আলাদাভাবে ৫% অর্থ বরাদ্দ রাখা যেতে পারে মর্মে প্রস্তাবনা রাখেন। সে প্রেক্ষিতে বিস্তারিত আলোচনাক্রমে প্রতিটি কর্মসূচির সাথে প্রয়োজন অনুযায়ী রোড মার্কিং, সাইন সিগন্যাল, ওভারহেড সাইন স্থাপনের জন্য সকলে একমত পোষণ করেন।

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠা হতে

৬.০. ১০টি সড়ক জোন থেকে প্রাপ্ত চাহিদা এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি পর্যালোচনক্রমে সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

৬.১ চলতি ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের পিএমপি (সড়ক-মেজর) কর্মসূচিসমূহ দু'টি পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হবে;

৬.২ প্রথম দফায় ১২৪১.৮১ কোটি এবং ২য় দফায় ৩৫১.৮২ টাকার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে;

৬.৩ প্রথম দফায় বাস্তবায়িতব্য কর্মসূচিসমূহের ক্ষেত্রে আগস্ট ২০১৯ মাসের মধ্যে দরপত্র আহ্বান সম্পন্ন করতে হবে;

৬.৪ দ্বিতীয় দফায় বাস্তবায়িতব্য কর্মসূচিসমূহ ০৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ এর মধ্যে চূড়ান্ত করতে হবে;

৬.৫ প্রতিটি কর্মসূচিতে প্রয়োজন অনুযায়ী রোড মার্কিং, সাইন-সিগন্যাল অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

৬.৬ পিএমপি (সেতু-মেজর) কর্মসূচির প্রস্তাব জরুরী ভিত্তিতে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;

৬.৭ গুণগতমান বজায় রেখে নির্দিষ্ট সময়ে কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে তদারকি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং প্রতি মাসে অগ্রগতি প্রতিবেদন এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে এবং

৬.৮ নিম্নোক্ত ছকের বিভাজন অনুযায়ী জোন ভিত্তিক কর্মসূচির ১ম দফা বাস্তবায়নের জন্য সর্বমোট ১২৪৪.৯৯ কোটি টাকার ৬৮টি কর্মসূচির অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা যেতে পারে:

ক্রম	সড়ক জোন	প্রস্তাবিত কর্মসূচির সংখ্যা	প্রস্তাবিত কাজের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)	জোন ভিত্তিক বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	ক্যারিওভারসহ বরাদ্দ (কোটি টাকায়)
১	ঢাকা	০৬	৭৪.৬৯	১২৩.৮৭	২০৩.১৯
২	ময়মনসিংহ	০৬	৫৮.৫৪	১০০.৮৭	১৩৯.০৮
৩	চট্টগ্রাম	০৬	১১৩.৪৬	১১৫.১৫	১৮২.৩৪
৪	খুলনা	১০	১০৬.২২	১৫২.৮৪	২৫৪.০১
৫	কুমিল্লা	১০	১০৮.৯০	১২০.৫২	১৭৬.০৭
৬	সিলেট	০৫	৮৫.৪৭	১২৪.৪৩	১৭০.৮০
৭	গোপালগঞ্জ	০৬	৬৭.১৮	১০৫.৫৪	১১৮.১৭
৮	বরিশাল	০৬	৬৬.১২	৯৫.২৮	৯৬.৩৮
৯	রাজশাহী	০৭	১১১.০৮	১৭২.২৪	২৫৭.৮৩
১০	রংপুর	০৬	৭৮.৭২	১৩৪.২১	২০৩.৪১
মোট		**৬৮**	**৮৭০.৩৮**	**১২৪৪.৯৯**	**১৮০১.৩৮**

- বিস্তারিত কর্মসূচি ও প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিবরণ (পরিশিষ্ট-খ)।

৭.০ আর কোনো আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
২২/০৮/২০১৯
(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সচিব

স্মারকনং-৩৫.০০.০০০০.০১৫.১৪.০৮১.১৮-৪১৯

তারিখ: ০৭ ভাদ্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ / ২২ আগষ্ট ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বিতরণ (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়):

১. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
২. অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।
৩. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট/উন্নয়ন/সম্পত্তি/আরবান ট্রান্সপোর্ট/আইন), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।
৪. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক জোন, ঢাকা/চট্টগ্রাম/ বরিশাল/খুলনা/ গোপালগঞ্জ/ কুমিল্লা/ সিলেট/ রংপুর/ময়মনসিংহ/রাজশাহী।

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠা হতে

৫. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণ উইং, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

৬. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রক্ষণাবেক্ষণ সার্কেল/এইচডিএম সার্কেল, সওজ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, পিরিয়ডিক মেইটেন্যান্স-১ ও ২, সওজ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।

অনুলিপি:

১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।
২. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (নোটিশটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩. অফিস কপি/মাস্টার কপি।

২২/৮/২০১৭

(জেসমিন নাহার)
উপসচিব
ফোন :৯৫১৪০৭৫
dsmaintenance@rthd.gov.bd